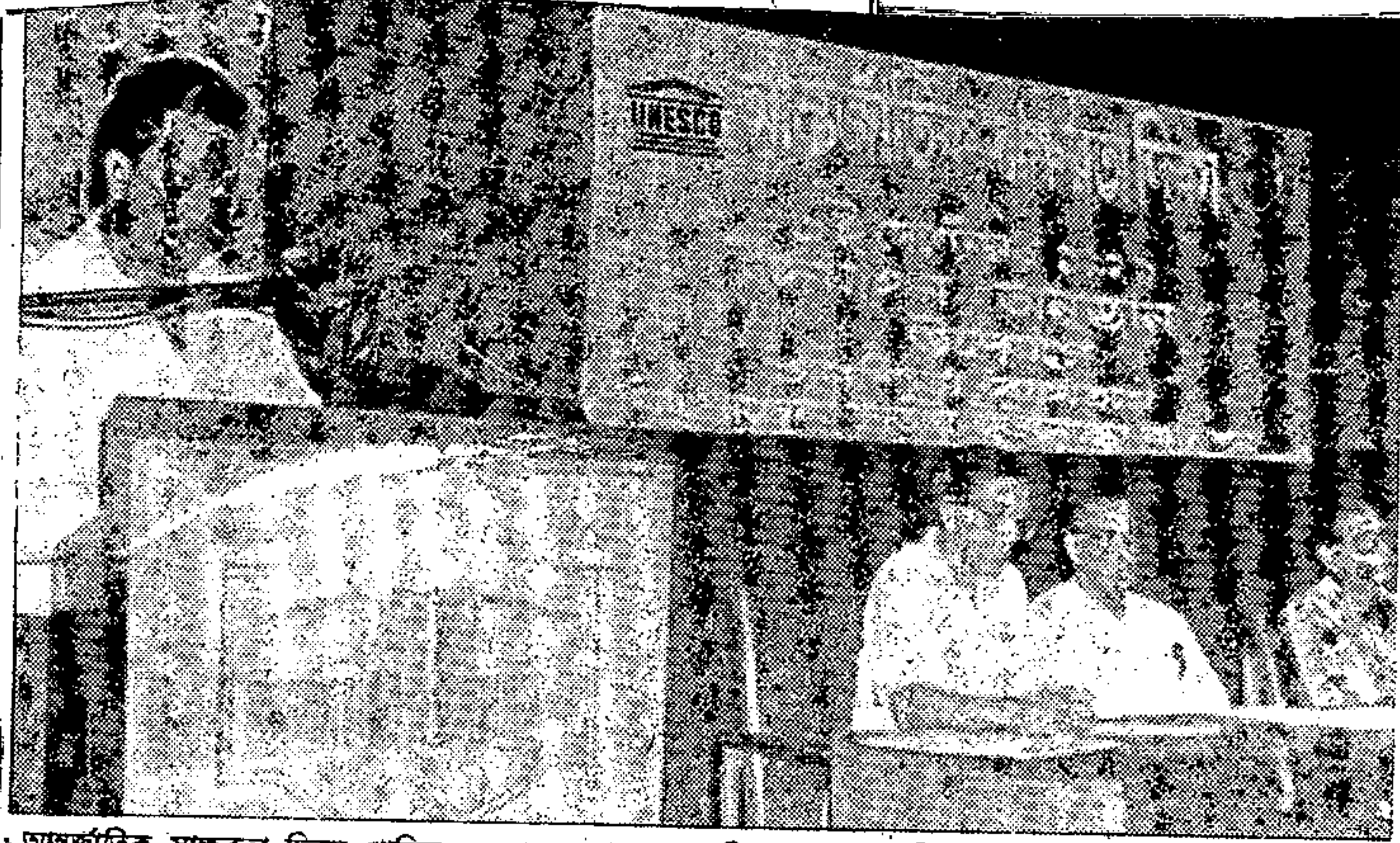


আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত

৥ স্টাফ রিপোর্টার ৥
গতকাল সারাদেশে যথাযোগ্য
মর্যাদায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
পালিত হয়। বিভিন্ন সরকারী ও
সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা ব্যাপক
কর্মসূচীর মাধ্যমে এ দিবসটি
উদযাপন করে।

২-এর পাতায় দেখুন।



আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় গতকাল। যাদুঘর মিলনায়তনে গণশিক্ষা কার্যক্রম ও ইউনেস্কো কমিশন
আয়োজিত আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করছেন নুরুদ্দিন কামাল

-খবর

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, গণশিক্ষা
কার্যক্রম ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো
কমিশনে এই দিবস উদযাপন
উপলক্ষে জাতীয় যাদুঘরে এক
সেমিনারের আয়োজন করে।
এতে বক্তারা বলেন, সময়
উপযোগী ও জনগণের গ্রহণযোগ্য
শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের
সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকলে দেশ
থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ
অসম্ভব।

শিক্ষা সচিব আনাম ইউসুফ এই
সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।
এতে প্রধান অতিথি ছিলেন
পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন
চেয়ারম্যান এস এম আল-
হোসাইনী। বিশেষ অতিথি ছিলেন
প্রাক্তন ডিপিআই ফেরদৌস খান।
স্বাগত ভাষণ দেন গণশিক্ষা
কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক
অধ্যাপক এস এম সাইফুদ্দিন।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইউনেস্কো
বাংলাদেশের সচিব আবদুস সালাম।
মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন শিক্ষা
মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
নুরুদ্দিন এম কামাল।

নুরুদ্দিন কামাল তার মূল প্রবন্ধে
বলেন, 'গণশিক্ষার প্রসার বর্তমান

সরকারের ১টি রাজনৈতিক
অঙ্গীকার। তিনি বলেন, ১৯৯১
সনের জুন পর্যন্ত দেশের ২৭টি
উপজেলায় গণশিক্ষা কর্মসূচী পালন
সম্ভব হয়েছে। এ সময়ে ইউএনডিপি
সাহায্য প্রাপ্ত ৪৮টি, সরকারী
সাহায্যপ্রাপ্ত ৫১টি।

ইউনেস্কো ৬টি, বেসরকারী সংস্থা
১২৬টি উপজেলায় গণশিক্ষা কর্মসূচী
পালন করেছে।

তিনি বলেন, ২,০০০ সাল নাগাদ
সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন
করতে হলে আনুষ্ঠানিক ও উপ-
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো
জোরদার করা প্রয়োজন। সেমিনারে
প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব আল
হোসাইনী বলেন, সংবিধানের ১৫
অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'শিক্ষা' মৌলিক
অধিকারের মধ্যে অন্যতম। মানুষের
শক্তিশালী আবিষ্কার 'অক্ষর' যা
ছাপার ব্যবহার মাধ্যমে জ্ঞানের সুপ্ত
ধারণাকে শাণিত করতে পারে। তিনি
ক্ষোভের সাথে বলেন, 'সাক্ষরতা'
দিবস প্রতিবছর সভা, সেমিনার,
সিম্পোজিয়ামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে
অথচ স্বৈরাচারমুক্ত অর্জিত
গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রেক্ষাতট ভিন্ন হওয়ার কথা।